করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৫

[১]বাস্তবিকপক্ষে শোনা যাচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এমন অনৈতিক যৌনাচার রয়েছে, যা পৌত্তলিকদের মাধ্যেও নেই; কেননা একজন তার সৎমাকে নিয়ে থাকছে। [২]এর পরেও তোমরা অহঙ্কার করছো! এর চেয়ে যে-লোক এই কাজ করেছে, তাকে তোমাদের মাঝ থেকে বের করে দেবার জন্য তোমাদের কি আহাজারি করা উচিত ছিলো না?

[৩]আমি সশরীরে না-থাকলেও মনের দিক দিয়ে তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছি, এবং ইতোমধ্যেই আমি রায় ঘোষনা করেছি, [৪]এবং যে-লোক এমন কাজ করেছে, উপস্থিত থাকা লোকের মতোই আমি হযরত ইসা আ. এর নামে, তার রায় ঘোষণা করেছি। তোমরা যখন সালিসে বসবে, এবং হযরত ইসা আ. এর ক্ষমতা নিয়ে মনের দিক দিয়ে আমিও উপস্থিত থাকবো, [৫]তখন ঐ লোককে শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে, যেনো তার শরীর ধ্বংস হয় কিন্তু কেয়ামতের দিন তার রুহ নাজাত পায়।

[৬]তোমাদের অহঙ্কার কোনো ভালো জিনিস নয়। তোমরা কি জানো না যে, একটুখানি খামির গোটা ময়দার তালকে ফাঁপিয়ে তোলে? [৭]পুরোনো খামির পরিষ্কার করে ফেলো, যেনো তোমরা একটা নতুন ময়দার তাল হতে পারো; আর প্রকৃতপক্ষে তোমরা তো খামিরহীন। কেননা আমাদের ঈদুল ফেসাখের বাচ্চাভেড়া- মসিহ- কোরবানি হয়েছেন।

[৮]সুতরাং, এসো, হিংসা ও গুনাহের পুরোনো খামির দিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের খামিরহীন রুটি দিয়ে আমরা এই উৎসব পালন করি।

[৯]আমার চিঠিতে আমি তোমাদেরকে দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে মিশতে নিষেধ করেছিলাম; [১০]আমি অবশ্য ঢালাওভাবে এই জগতের দুশ্চরিত্র লোকদের কিংবা সমস্ত লোভী, লুটেরা বা পৌত্তলিকদের কথা বলিনি, কারণ তাহলে তো তোমাদেরকে এই দুনিয়ার বাইরে চলে যেতে হতো।

[১১]কিন্তু এখন আমি তোমাদেরকে লিখছি- ভাই বা বোন বলে পরিচিত কেউ যদি দুশ্চরিত্র, লোভী, পৌত্তলিক, গালমন্দকারী, মাতাল কিংবা লুটেরা হয়, তাহলে তার সাথে মেলামেশা করো না। এমনকি, ওরকম লোকের সাথে খাওয়াদাওয়াও করো না।

[১২]বাইরের লোকদের বিচার করার আমার কী অধিকার আছে? ভেতরের লোকদের বিচার কি তোমরা করো না? [১৩]বাইরের লোকদের বিচার আল্লাহ-ই করবেন। “দুষ্ট লোকটাকে তোমরা তোমাদের ভেতর থেকে বের করে দাও।”